R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
১ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১৭ই মে, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

উন্নয়নে জোয়ার এনেও স্বস্তি পাচ্ছে না মৃগাঙ্ক, ভোটবাক্সে ম্যাজিক দেখাতে কংগ্রেস অধীরের দ্বারস্থ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিগত পাঁচ বছরে জঙ্গিপুর পুরসভা এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার তুলেও এবছর খুব সহজে ভোট বৈতরণী পার হতে পারছেন না পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। যদিও বিরোধীরা কিছু আসনে জিতলেও বা বাম প্রার্থীদের বেগ দিলেও পুরবোর্ড দখল যে তাদের নাগাল থেকে সহস্র যোজন দূরে একথা জানে পুরভোটে সদ্য ভোটাধিকার পাওয়া যুবক যুবতীরাও। তবু বিরোধীদের মধ্যে পুরসভায় নেতা নির্বাচন বা মহাজোট না হলেও কংগ্রেস প্রার্থীদের অনুকূলে কিছু ভোট বাড়াবার আশায় এবং প্রার্থী ও সমর্থকদের মনে জোর বাড়াতে এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক হবিবুর রহমান শেষমেশ দ্বারস্থ হয়েছেন বহরমপুরের রবিনহুড নামে খ্যাত সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর। অধীরও জঙ্গিপুরের কংগ্রেসীদের ডাকে সাড়া দিয়ে আসছেন বলে আশ্বস্ত করেছেন নেতাদের। এবার জঙ্গিপুরের যা হাল তাতে গত বোর্ডে কংগ্রেসের দখলে থাকা ৬টি আসনের বেশী পাবার আভাস নাই এবারও। সিপিএমও এককভাবে গতবার দখলে থাকা ৯টির বেশী আসন আশা করতে পারে না। ১৫নং ওয়ার্ডে পদ্মফুলের কুঁড়ি আপাতত ফোটাতে পেরেছে বিজেপি। ঐ ওয়ার্ড তারা এবার পাচ্ছেই ধরে নিয়ে বিজেপি জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছে ওখানে। সেখানে বিগত বাম বোর্ডের বিরুদ্ধে পুরসভাকে কটাক্ষ করে তারা মুখরোচক পদ্যে ভরিয়ে দিয়েছে দেয়াল। ১৫নং ওয়ার্ডের পুরবাসীদের কথায় তারা ছিলেন এতদিন অনাথ। কমিশনার থেকেও না থাকা ছিলেন। ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ডে দুই বাম শরিকদের লড়াইয়ের পূর্ণ সুযোগ নিতে পারছে না বিজেপি বা কংগ্রেস। এবার বাম শরিকদের মধ্যে সিপিআই, আরএসপি বা ফঃ ব্লক কটি আসন পাবে (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে মহাজোট ভেস্তে গেলেও পুরভোটে চোরা রফায় ধ্বস নামতে পারে বাম ভোটে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরে প্রকাশ কংগ্রেস বিধায়কদের মধ্যস্থতায় কংগ্রেস—বিজেপি—তৃণমূলের মহাজোট ভেস্তে গেলেও ভোট যত এগোচ্ছে চোরা রফায় বাম প্রার্থীদের হারাতে এবং তাদের ভোটে ধ্বস নামাতে রফার সমাধান রাস্তায় যাচ্ছে কংগ্রেস—বিজেপি—তৃণমূল। বিশেষতঃ ১৬ এবং ১৭নং ওয়ার্ডে যেখানে দুই বাম শরিক লড়াই-এ নেমেছে সেখানে একজন বাম বিরোধী প্রার্থী (কংগ্রেস বা বিজেপি) লড়াই থেকে সরে দাঁড়াবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য ওয়ার্ডেও বামবিরোধী প্রার্থীরা বাম প্রার্থীকে হারাতে জোটবদ্ধ হতে গোপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ গত বছর যে সব ওয়ার্ডে কংগ্রেস বা বিজেপি সামান্য ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল। অন্যদিকে বিরোধীদের জোট বাঁধার প্রশ্নে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, ওদের জোট তো অনেক দেখলাম, আর নতুন কি দেখব ? স্কুল নির্বাচনগুলোতে তো ওরা জোট বেঁধে ভোট করছে—কতটা সফল হয়েছে ?

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

জঙ্গিপুর সংবাদ ৮৬ বছর পূর্ণ করে ৮৭-তে পা দিল। মফঃস্বল শহরের এক ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের এই সুদীর্ঘ পরিক্রমা অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার। সে যুগের পটভূমিকা হতে বর্তমান পটভূমিকায় আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে জঙ্গিপুর সংবাদ তার সাংবাদিকতার ইতিহাসকে এক মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু অতীতেই নয় স্বাধীনোত্তর এই যুগেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

গঙ্গা দূষণ পর্ষদের নির্দেশ মানছে না পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গঙ্গা দূষণ পর্ষদ গঙ্গার জল নিয়ে পরীক্ষার পর গঙ্গা তীরবর্তী পুরসভাগুলিকে শহরের নোংরা জল পরিষ্কার করে তবেই গঙ্গায় ফেলার নির্দেশ দিলেও জঙ্গিপুর পুরসভা তা মানছে না। পুর এলাকার প্রায় সর্বত্রই বিশেষত রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর পারের গঙ্গা তীরবর্তী ওয়ার্ডের নোংরা ড্রেনের জল গঙ্গা ও খড়খড়িতে ফেলা হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

গ্রাম্য বিবাদে তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার রমাকান্তপুর বাগানপাড়ায় ছাগলে গাছ খাওয়ানো নিয়ে এক গ্রাম্য বিবাদে গত ১৪ মে দু' জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা যায় ঐ গ্রামের সুরেন মন্ডলের ছাগলে ১৩ মে গণেশ মন্ডলের গাছ খেয়ে নিলে গণেশের মেয়ে উজ্জ্বলা ১৪ মে দুপুরে সুরেন মন্ডলের বাড়ীর সামনে এসে গালিগালাজ শুরু করলে বৃদ্ধ সুরেন এর প্রতিবাদ করেন। এরপর গণেশ, তার বাবা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ বন্‌ধ-এর ধন্দ ॥

গত ১১ই মে বৃহস্পতিবার ৫৬টি গণ-সংগঠনের পক্ষ হইতে যে ভারত বন্‌ধ ডাকা হইয়াছিল, তাহা শান্তিপূর্ণ থাকায় জনগণের স্বস্তি লাভ হইয়াছে। খবরে প্রকাশ, অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও কেরল—এই পাঁচটি রাজ্যে বন্‌ধ সর্বাত্মক হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশেও বনধে ভাল সাড়া মিলিয়াছে। বন্‌ধ-এর উদ্যোক্তারা যদিচ দাবী করিয়াছেন যে, এই বন্‌ধ সম্পূর্ণ সফল এবং সর্বব্যাপক হইয়াছে, তবু সংবাদসংস্থাসূত্র হইতে তাহার সমর্থন মিলে নাই। প্রায় রাজ্যে আংশিক বন্‌ধ হইয়াছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট সরকারের অর্থ, শিল্প ও অন্যান্য জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানাইতে এই সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। বহুবিধ উদাহরণ দিয়া বলা হইয়াছিল যে, কেন্দ্রের জোট সরকার দেশের মানুষকে অশেষ দুর্গতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। সুতরাং এই সরকার জনকল্যাণ-কামী না হইয়া ক্রমশঃ জনস্বার্থবিরোধী হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্‌ধ সফল হওয়ায় রাজ্য-বাসী অভিনন্দিত হইয়াছেন। সিটু সংগঠন দাবী করিয়াছে যে, দেশের মানুষ এই ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বন্‌ধে সর্বাত্মক সাফল্য-লাভ করা গিয়াছে। প্রয়োজন হইলে ইহার পর লাগাতার ধর্মঘট পালন করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারের জন্য আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হইবে বলিয়া বামদল হুমকি দিয়াছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্‌ধ-এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, দোকানপাট, বাজার, ট্রেন, বাস ইত্যাদি বন্ধ থাকে। বন্‌ধ সমর্থক ও বন্‌ধ বিরোধী ছাত্রদলের সংঘর্ষ ও খুনাখুনি এড়াইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নোটিশ দিয়া বন্ধ করা হয়। লুটপাট ও ভাঙচুরের ভয়ে দোকানপত্র খুলিবার সাহস হয় না; বাজারে পণ্য আমদানী করা হয় না। বাস থামাইয়া অগ্নিসংযোগ ও মারধোরের ভয়ে বাস মালিকেরা গাড়ী চালান না। লুট-রাহাজানির ভয়ে লরি চলে না। ট্রেন জোরপূর্বক চালাইতে দেওয়া হয় না। অফিসগুলিতে পিকেট বসায় অশান্তির আশঙ্কায় হাজিরা ঠিকমত হয় না। অথচ প্রচার হয় বন্‌ধ সর্বাত্মক, ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত, যে দল যত চীৎকার করিতে পারে, তাহারই জয় হয়। শুধুমাত্র কারণ দর্শাইয়া ধর্মঘট ডাকা হউক, পূর্ব হইতে মানুষকে সাবধান ও ভীতি প্রদর্শন (অনেক ক্ষেত্রে হয়) করা যেন না হয়, তাহাতে ধর্মঘটে যদি সাড়া মিলে, তবেই বুঝা যাইবে মানুষ আন্তরিকভাবে তাহা সমর্থন করেন।

১১ই মে এই রাজ্যে যে বন্‌ধ পালিত হইল, তাহার একটি বাঞ্ছিত ফল লাভ হওয়ার কথা শুনা যাইতেছে। অফিসে হাজির না হওয়ার জন্য অফিস কর্মীরা সবেতন ছুটি পাইতে পারেন; তাঁহাদের বেতন কাটা যাইবে না। সুতরাং সরকার সমর্থিত বন্‌ধ-এর ক্ষেত্রে এবং বিধ 'প্রাইজ' ভবিষ্যতে মিলিবার সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া অফিস কর্মীরা অবহিত হইবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু দিনমজুর ও গরীব মানুষ একদিনের রোজগার ত হারাইলেন! ঠিকই, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ দেখিলে চলে না, হোক না 'হারু শেখ' ও 'রামাকৈবর্ত' সংখ্যায় বেশী। দেশের আর্থিক ক্ষতি? সরকারকে সজাগ করিতেই ত এই পথ অবলম্বন। পাবলিক গুনাহ্‌গার দিক না।

জ্যান্ত মাছ গলায় আটকে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: পুকুরের পাঁকে ল্যাটা মাছ ধরতে গিয়ে গত ১১ মে সুতী-১নং ব্লকের বসন্তপুর গ্রামে মারা গেল দ্বিজেন মণ্ডল (১৩)। বন্ধুদের সঙ্গে ঐ দিন দুপুরে গ্রামের পুকুরে স্নান করতে যায় দ্বিজেন। বুক সমান জলে পুকুরের পাঁকে ল্যাটা মাছ ধরে তুলে আনার সময় একটা মাছ হঠাৎ তার মুখে ঢুকে যায়। সেটি ক্রমশঃ ভিতরে গিয়ে শ্বাস-নালীতে আটকিয়ে গেলে ঐ দিনই দ্বিজেনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখান থেকে বহরমপুরে পাঠিয়ে দিলে পরদিন ১২ মে দ্বিজেন মারা যায়।

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত পুরস্কৃত

বিশেষ সংবাদদাতা: ২৪ বৈশাখ কলকাতার আকাশদীপ ভবনে রবিবাসরের পরিচালনায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে কবি অমলকৃষ্ণ গুপ্তকে সংস্থার সম্পাদক ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ গ্রন্থ ও এক হাজার টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। সেখানে হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ বৈদিক মন্ত্রে মঙ্গলাচারণান্তে স্বরচিত কবিতার দ্বারা অভিনন্দন জানান অমলবাবুকে। উল্লেখ্য ১৯৫৯—৬০ সালে অমলকৃষ্ণ গুপ্ত জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক ছিলেন।

পৌর নির্বাচনে বামফ্রণ্টের নির্বাচনী কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৪ মে রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে আসন্ন পৌর নির্বাচনে বামফ্রণ্টের নির্বাচনী কর্মীসভায় বামফ্রণ্ট জেলা চেয়ারম্যান মধু বাগ বলেন "ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্য রক্ষায় বামজোটের বিকল্প নেই।" তিনি কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের তীব্র নিন্দা করে বলেন, এই দলগুলির নির্দিষ্ট কোন গঠনমূলক ইতিবাচক নীতি বা কর্মসূচী নেই। পৌর ক্ষেত্রে বামফ্রণ্টের ভূমিকার উল্লেখ করে শ্রীবাগ বলেন, বামফ্রণ্টের আমলে বিগত দশ বছরে জঙ্গীপুর পুরসভায় যে উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ হয়েছে স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছরে কংগ্রেসী জমানায় তার এক শতাংশও হয়নি। আর এস পি নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জী জঙ্গীপুর পৌরসভাকে শ্রেষ্ঠ গতিশীল স্বচ্ছ পৌরসভা বলে উল্লেখ করেন। এই পুর-সভাকে আরও সৃজনশীল এবং কর্ম উৎপাদন-মুখী করে তোলার প্রয়াসে স্থানীয় নাগরিক-গণকে সক্রিয় সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। গিয়াসুদ্দিন পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে বামপন্থী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমস্ত মেহনতি মানুষকে আপোষহীন সংগ্রামে সহযোগী হতে আহ্বান জানান। জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন সর্বস্তরের জনগণের সমষ্টিগত ক্ষমতাই বামফ্রণ্টের ক্ষমতা। পৌর নির্বাচন কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন হল আদর্শগত ও নীতিগত সংগ্রামের ফলাফল।

শ্রী মুদ্রণীর নতুন পদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
এখানে যাবতীয় বিড়ি, চানাচুর, গুল, পাঁউরুটি মশলা প্রভৃতির পলি লেবেল ও প্যাকেট গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়
পোঃ জঙ্গীপুর (মহাবীর তলা)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন - ৬৪৬৪৭, এসটিডি - ০৩৪৮৩

ট্রান্সফর্মার অকেজো হয়ে সুজাপুর ও খড়িবোনা অন্ধকারে

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীর্ঘ প্রায় দু' মাসের উপর সুজাপুর তিন মাথা ও খড়িবোনার ট্রান্সফর্মার দুটি অকেজো হয়ে আছে। এর ফলে পুরো এলাকা অন্ধকারে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে বার বার জানিয়েও এর কোন প্রতিবিধান হয়নি। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ থাকলেও ভোল্টেজ থাকে না। বাল্‌বের ফিলামেন্টটুকু শুধু জ্বলে। যার ফলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

কংগ্রেস অধীরের দ্বারস্থ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তার চিত্র পরিস্কার নয়। যদিও আরএসপির দাবী গতবারের ১০নং ছাড়াও এবার ২০ ও ১৭নং ওয়ার্ডে তারাই জয়ী হবে। তবে এবার ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ডে দুই শরিকি লড়াই ভাবিয়ে তুলেছে পুরপতিকেও। কারণ ঐ দুটি ওয়ার্ডে বিগত বোর্ডের ফঃ ব্লকের কর্মী কমিশনার গৌতম রুদ্রেরও যে বেশ কিছু ভোট আছে তা মানছে সিপিআই বা আরএসপি। বামফ্রন্টকে এবার তাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে হচ্ছে ১, ৪, ৫, ৮, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯ ও ২০ নম্বরে। ১৬ নম্বরে দুই বাম নেতা গৌতম রুদ্র ও অলোক সাহার ভোটের লড়াই পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করছেন পুরবাসীরা। সেই দুই নেতার স্ত্রীরা প্রার্থী। এবার ভোট যুদ্ধে সামিল হয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক হবিবুর, সোহরাব ছাড়াও পুরপতি মৃগাঙ্ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী বামফ্রন্টের জেলা চেয়ারম্যান মধু বাগ, বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ আরএসপির প্রমথেশ মুখার্জী প্রমুখ। মিছিল ছাড়া সব ওয়ার্ডেই চলছে বড় মাপের নেতাদের দিয়ে প্রায়দিন পথসভা বা কর্মীসভা। ২০নং ওয়ার্ডে লড়াই মূলতঃ আরএসপির সঙ্গে কংগ্রেসের। ১৯নং-এ কংগ্রেস প্রার্থীর নাম এলেও শেষ পর্যন্ত এসইউসিআইকে সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গেই লড়তে হচ্ছে। ১৮নং-এ সিপিএম প্রার্থী শত্রুঘ্ন সরকারের বিপক্ষে বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ ক্ষুব্ধ থাকলেও গঙ্গাধারের বস্তি এলাকাসহ দরবেশপাড়ার লোকজনের তার প্রতি সমর্থনই পিছিয়ে দিচ্ছে কংগ্রেস প্রার্থীকে। এই ওয়ার্ডে লড়াই সরাসরি। ১৭নং-এ আরএসপির সুবল হালদারকে যথেষ্ট বেগ দিচ্ছে ফঃ ব্লক। ১৪নং-এর অবস্থা প্রায় ১৮নং-এর মতোই। সেখানে সিপিএমের গজনভীর বিরুদ্ধে কিছু এলাকার মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে তরুণ প্রার্থী কংগ্রেসের বিকাশ নন্দ উঠে পড়ে লাগলেও শেষ হাসি গজনভীর ঠোঁটেই আছে। ১৩নং-এ কংগ্রেস এখনও ভাল অবস্থায়। জঙ্গিপুর পারে কংগ্রেসীদের জেতা চারটি ওয়ার্ড ১, ৩, ৫, ও ১১নং-এ ভাঙ্গন ধরাতে বামফ্রন্টের লড়াই অব্যাহত থাকলেও কংগ্রেস এখনও সেখানে ভাল অবস্থায়। ১০নং ওয়ার্ডে আরএসপির জেতা আসনে এবার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্দল প্রার্থী রাজারাম মুন্দ্রা। কংগ্রেস প্রার্থী ইস্তেকাব আলমই সেখানে হারজিতের ফয়সালায় থাকবেন। ৮নং ওয়ার্ডে লড়াই সিপিএমের সঙ্গে এসইউসিআই-এর।

অন্যদিকে জঙ্গিপুর পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের বিশাল ফর্দ তুলে ধরছেন পুরপতি বিভিন্ন সভায়। তিনি নিজে ১২নং ওয়ার্ডের প্রার্থী হলেও তাঁকে মিটিং করতে হচ্ছে সব ওয়ার্ডেই। নির্বাচনের মুখে চলছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ। নির্বাচনের পূর্বেই রাজ্য সরকার এক লক্ষ জনবসতির নীচের পুরসভাগুলিকে ৫০ লক্ষ এবং এক লক্ষের উপর পুরসভাকে ১ কোটি টাকা করে মঞ্জুর করেছে শুধু রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের কাজে। সেহেতু জঙ্গিপুরে বরাদ্দ ৫০ লক্ষ টাকায় ২০টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ জায়গায় রাস্তা সিমেন্ট বাঁধাই বা পিচ দিয়ে সংস্কার বা চওড়ার কাজে হাত দিয়েছে পুরসভা। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে মুক্তমঞ্চ এবং জঙ্গিপুরে ম্যারেজ হলের শিলান্যাস, নতুন নর্দমা নির্মাণ, বৈদ্যুতিকীকরণ ছাড়াও বহু প্রকল্পে ভবিষ্যতে অর্থ লগ্নীর আশ্বাসও দিচ্ছেন পুরপতি। তার মধ্যে আছে রবীন্দ্রভবন আধুনিকীকরণে ৭ লক্ষ, রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাটে যাত্রীদের বিশ্রামাগার, পায়খানা, বাথরুম নির্মাণে ২ লক্ষ ৪০ হাজার। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জে ঘোষিত ডিপের জল শীঘ্রই চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন পুরপতি। জঙ্গিপুরে স্টেডিয়াম, প্রসূতি কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, রঘুনাথগঞ্জে তৈরী হয়ে যাওয়া বহু প্রকল্প ছাড়াও থাকছে সেতুর কথা। তবু পুরপতি স্বস্তিতে নেই। তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় সংগঠনহীন বিরোধীরা উন্নয়ন না হওয়ার অভিযোগের পরিবর্তে স্বজনপোষণ, ঠিকাদার তোষণ, পক্ষপাতিত্ব, একনায়কতন্ত্র কায়েম, অর্থের নয়ছয়, জনমত অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি অভিযোগকে হাতিয়ার করেছে পুরভোটে।

এতসব কৃতিত্বের পাশাপাশি হাজারো অভিযোগের বোঝাকে মাথায় নিয়ে এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট ব্যাংককে তুচ্ছ করে জঙ্গিপুরের সিপিএম নেতা তথা পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য টানা দশ বছর এবং বিক্ষিপ্তভাবে চোদ্দ বছরের পর আরও পাঁচ বছরের জন্য কোন বড় ধরনের অঘটন না ঘটলে পুরপতির মসনদ যে দখল করছেনই, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে না কোন মহলই।

নির্বাচনের মুখে জল প্রকল্প ও সেতু নির্মাণের উপর মামলায় বেসামাল পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ পারে ডিপের জল প্রকল্পের কাজ বন্ধের দাবীতে বিজেপির চিত্ত মুখার্জী এবং জঙ্গিপুর পারে সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধের দাবীতে ব্যবসায়ী রাজারাম মুন্দ্রা ৯ মে মহামান হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ১৬ মে ঐ দুই মামলার নোটিশও এসে পেঁছয় পুরসভায়। ঐ দুই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাদেরও নোটিশের কপি পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। এব্যাপারে ক্ষুব্ধ পুরপতির মন্তব্য, বরাবরই শহরের কিছু মানুষ আমাদের ভাল কাজে বাধা দিয়ে এসেছে। এখন আবার আমাদের মানুষকে বোঝাতে হবে। (বিস্তারিত খবর পরবর্তী সংখ্যায়)

জঙ্গিপুর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিসান দ্বিতীয় আদালত

মোঃ নং ৪৭/৯৭ TS

বাদী — বিবাদী

পূর্ণচন্দ্র মন্ডল — রাধেশ্যাম ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

থানা সাগরদীঘি অধীন খাটুয়া মৌজার R/S ৭৪৮নং খতিয়ানভুক্ত ৯৪২নং দাগের ০৬ শতক এবং ৯৪২/৪১৩৬নং দাগের ১ শতক সম্পত্তির R/S ম্যাপের অংকনলিপি ভিত্তিহীন ও L. R. এ লিপিবদ্ধ থাকা ভিত্তিহীন হওয়া ও বাদী পক্ষের উপর বাধ্যকর না হওয়া গণ্যে নালিশী সম্পত্তিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় খাটুয়া গ্রামবাসীগণের বিরুদ্ধে খাটুয়া গ্রামবাসীগণ পক্ষে বিবাদী শ্রেণীতে মাতব্বর ও স্বয়ং ১। রাধেশ্যাম ঘোষ পিতা মৃত কালীপদ ঘোষ ২। শিবশঙ্কর ঘোষ পিতা মৃত মণিপদ ঘোষ ৩। পুরঞ্জয় মন্ডল পিতা দ্বিজপদ মন্ডল এবং ৪। Director of 2nd and Land Reforms এর বিরুদ্ধে খাটুয়া গ্রামের মৃত কালীপদ মন্ডলের পুত্র পূর্ণচন্দ্র মন্ডল বাদী স্বরূপে জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী ১৯৯৭ সালের ৪৭নং স্বত্ব মোকর্দমা দায়ের করিয়াছে তাহাতে উক্ত গ্রামের যে কেহ ইং ২৪/৫/২০০০ তারিখে অত্রাদালতে হাজির হইয়া বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

By order of the Court

6/3/2000 Narendra Nath Das

Sheristadar, Civil Judge (Junior Division)

2nd Court, Jangipur, Msd.

গ্রাম্য বিবাদে তিনজনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

অশ্বিনী, গণেশের জামাই বাবলু সুরেন মণ্ডলের বাড়ী চড়াও হয়ে তাঁকে হাঁসুয়া ও লাঠি দিয়ে এলোপাথারি আক্রমণ করে। সুরেন মণ্ডলের দুই ভাগ্নে কালু ও সনৎ মামাকে রক্ষা করতে এলে তাঁরাও হাঁসুয়ার আঘাতে গুরুতর আহত হন। রক্তাক্ত সুরেন ঘটনাস্থলে মারা যান। কালু ও সনৎকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে কালু মারা যান। পুলিশ গণেশ মণ্ডলের জামাই বাবলুকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকীরা গ্রাম ছাড়া।

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৪ মে রাতে সুতী থানার ছারোয়া গ্রামের মোস্তাকিম সেখকে ঐ গ্রামের আতাউর রহমানসহ তিনজন ঘুমন্ত অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে মোস্তাকিমের স্ত্রী নুরবানু বিবিও গুরুতর আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আসামীরা গ্রাম ছাড়া। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদই এই হত্যার কারণ বলে জানা যায়।

নির্দেশ মানছে না পুরসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গার সারফেস ওয়াটারকেই আবার জঙ্গিপুর পারে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি পুর এলাকার ১৫নং ওয়ার্ডে ঐরূপ আরও একটি ড্রেন তৈরী হয়েছে। যার নোংরা জল গঙ্গায় ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। বিরোধী ছাড়াও বামফ্রন্টের কিছু কমিশনার এ ব্যাপারে তাদের অসহায়তার কথা জানান। এক বাম কমিশনারের মতে শহরের প্রায় ওয়ার্ডের নোংরা জল গঙ্গায় পড়ছে। তাতে পুরসভা কোন ব্যবস্থা নেয় না। এ ব্যাপারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, বিরোধীরা অনেক কিছু বলতে পারে না জানার জন্য। কিন্তু আমাদের কমিশনাররা কেউ এব্যাপারে পুরসভাকে দোষারোপ করতে পারে না। কারণ তাদের জানা উচিত কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা এ্যাকশন প্ল্যান প্রোজেক্টের ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা না দেওয়া পর্যন্ত পুরসভা এব্যাপারে নিরুপায়। এই বিশাল প্রোজেক্টের ব্যয়ভার কোন পুরসভা একক বহন করতে পারে না। আবার শহরে নোংরা জলও জমতে দেওয়া যেতে পারে না।

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গোপন আঘাত, রাজনৈতিক দলগুলির অনৈতিক আক্রমণ, আমলাতন্ত্রের রক্তচক্ষুর কাছে এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী কোন দিন নতি স্বীকার করে আদর্শভ্রষ্ট হননি। সে কারণে পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের আগামী দিনের প্রেরণা। জন্মদিনের স্মরণলগ্নে জনতার অস্তিত্বের সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানুষের হাতে হাত মিলিয়ে চলার কামনাই আমাদের শপথ।

তেইশ বছর ধরে
মানুষের স্বার্থে, আমরা মানুষের সঙ্গে....

ভূমিসংস্কার থেকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ আর শান্তি সম্প্রীতি থেকে সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নতি—সব ব্যাপারেই পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে রয়েছে অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায়। এর কারণ আমরা বরাবরই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি। অনুন্নত গোষ্ঠী এবং মহিলাসহ, রাজ্যের সমস্ত মানুষকে সম্ভবমত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে তাদের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

গড়ছি গড়বো। স্বপ্ন সফল করবো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ২১৪ (২৪) তথ্য/মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১০/৫/২০০০

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মনিয়া — সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।